বামপন্থী সরকারের নীরব সম্মতিতে সাউথ সিটির নির্মাণ
শ্রমিক, নাগরিকদের নিরাপত্তা বিপন্ন করছে, জলাভূমি দখল করে পরিবেশ ধ্বংস করছে

দক্ষিণ কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ওপর নির্মাণ হচ্ছে মহানগরীর সর্বোচ্চ ও বৃহত্তম প্রাসাদ নগরী সাউথ সিটি। শহরের বিভিন্ন স্থানে বিশাল বিজ্ঞাপনে জানানো হচ্ছে এই কর্মকান্ডের চমকপ্রদ তথ্য। কিন্তু এই নির্মাণের ফলে দিনে দিনে বাড়ছে শ্রমিক, নাগরিকদের বিপন্নতা, পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে নির্বিচারে। এখন প্রয়োজন এই বিশাল অপকর্মের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদী আওয়াজ। সাউথ সিটির নির্মাণ পদে পদে আইন লঙ্ঘন করেছে অথচ নীরব বামফ্রন্ট সরকার।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করে কারখানার জায়গায় আবাসন:

১৯৯৫ সালে দিল্লীতে শহর থেকে কারখানা সরিয়ে নেবার মামলায় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় যে কারখানা সরানোর পর সেই জমিতে যথেচ্ছ নগরায়ণ করা যাবে না। এই রায়ে বলা হয় যে ৫ হেক্টরের বেশী জমি হলে তার ৬৫ শতাংশ জমি বৃক্ষরোপণ ও উন্মুক্ত স্থানের জন্য পুরসভাকে দিয়ে দিতে হবে। বাকি ৩৫ শতাংশ জমি মালিক বিক্রি করতে পারেন। এই রায়কে অমান্য করে ঊষা কোম্পানির বিরাট কারখানার পুরো জমিটাই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভার মদতে। এই অন্চলের মানুষ একটি উন্মুক্ত পরিবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। একটি বড় উদ্যান, খেলার মাঠের বদলে নাগরিকরা পেলেন একটি কংক্রিটের জঙ্গল। আরো গাড়ির দূষণ, যানজট।

শ্রমিক ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বিপন্ন

এই নির্মাণ শুরু হবার পর থেকেই বিভিন্নভাবে স্থানীয় নাগরিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নির্মাণের বিকট শব্দে বিক্রমগড়ের অধিবাসীরা বিব্রত। অভিযোগ জানিয়েও কিছু হয়নি। এই নির্মাণের পাশের বাড়িগুলিতেও ফাটল ধরেছে। এক পাশের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়লে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার ঘটছে শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে। এই বৃহৎ নির্মাণকান্ডে শ্রমিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হাস্যকর। ২০০৬এর এপ্রিল মাসে ৩ জন শ্রমিক এক আশ্চর্যজনক দুর্ঘটনায় নিহত হন। জল পান করার সময় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ভেঙ্গে পড়ে তাদের উপর। এর পর ২ জুলাই ৩২ তলা থেকে একজন শ্রমিক পড়ে গিয়ে নিহত হন। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য নাগরিক অধিকারকর্মীদের একটি দল ৫ জুলাই সাউথ সিটি যায় ও সেখানের আধিকারিকদের ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। এই অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে -

* মহানগরীর সর্ববৃহৎ আবাসন নির্মাণের সেফটি ইন্জিনিয়র একজন সদ্য পাস করা কেরালার ছাত্র যার এরকম উঁচু বাড়িতো দূরের কথা, নির্মাণ সংক্রান্ত কোন ন্যুনতম অভিজ্ঞতা নেই।
* কোনরকম সেফটি বেল্ট ছাড়াই এত উঁচুতে শ্রমিকরা কাজ করেন।
* শ্রমিকদের নিরাপত্তার নামে পুলিশি নজরদারির জন্য১২ জন প্রাক্তন সেনা কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়েছে যাদের নির্মাণ সংক্রান্ত নিরাপত্তার কোন জ্ঞানই নেই।
* পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ভেঙ্গে পড়ার কারণ ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের নির্মাণ। দুর্ঘটনার পর সেটি পাল্টান হয়েছে।
* দায়িত্বজ্ঞানহীন আধিকারিক শ্রমিক পড়ে নিহত হবার ঘটনাকে সুনামির মতন অঘটন বলে চালাতে চাইলেন।
* এই নির্মাণকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন সরকারি উদ্যোগ, পরিকল্পনা কিছুই নেই।

বেআইনিভাবে জলা বুজিয়ে পরিবেশ ধ্বংস করে নির্মাণ চলছে

সাউথ সিটির পিছনেই রয়েছে বিক্রমগড় ঝিল। বিক্রমগড় ঝিলের জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাউথ সিটি কর্তৃপক্ষ সেই বিক্রমগড় ঝিলের একটি বড় অংশ বেআইনিভাবে দখল করে বুজিয়ে নির্মাণের কাজ শুরু করে। ২ জানুয়ারি ২০০৬, পরিবেশ সংগঠনরা ছবিসহ একটি রিপোর্ট রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, পুরসভা, পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে পাঠায়। এর পর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ইন্জিনিয়র বিক্রমগড় ঝিল পরিদর্শন করেন। ২৪ জানুয়ারি ২০০৬, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সাউথ সিটি ও পরিবেশ সংগঠনদের শুনানীতে ডাকে। কয়েকটি শুনানী হয় যাতে পরিবেশকর্মীরা উপস্থিত থাকেন। এই শুনানীর ফলে প্রাপ্ত তথ্য নীচে পেশ করা হল।

* প্রথম শুনানীতে সাউথ সিটি জানায় যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাদের ১.৩১ একর জলা বোজানোর জন্য অনুমতি দেয় ও সেজন্য ১.৪১ একর নতুন জলাশয় খনন করতে বলে। তারা সেই অনুসারে জলা বুজিয়েছে। পরবর্তী শুনানীতে সাউথ সিটি বলে তারা কোন জলা বোজায়নি, জলা তেমনই আছে।
* এ বিষয়ে ৮ মার্চ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেয় যে সাউথ সিটির মধ্যে কোন জলা পড়ে নেই, জলা বোজানো হয়ে গেছে। এ ছাড়াও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানায় যে ৮ জুলাই ২০০৫-এর একটি চিঠিতে সাউথ

সিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে শ্রী অসীম বর্মণ, আই এ এস কে জানিয়েছে যে তারা ১.৩১ একর জলার ৫০% বুজিয়ে ফেলেছে।

* কলকাতা পুরসভার ইন্জিনীয়র পি ঘোষ শুনানীতে জানান যে আকাশ থেকে নেওয়া বিক্রমগড় ঝিলের যে বিস্তারিত মানচিত্র তাঁদের কাছে আছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাউথ সিটি বিক্রমগড় ঝিলের অনেকাংশ বুজিয়ে ফেলেছে। মৎস দপ্তরও সাউথ সিটির কাছে কাছে তথ্য চেয়ে পাঠায়। সাউথ সিটি কোনো চিঠির জবাব দেয়নি।

* দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এও জানায় যে এই নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ভারত সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রও সাউথ সিটির নেই।

সরকারী রিপোর্ট এই অবৈধ নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলতে বলেছে

এই বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পি এন রায় (প্রাক্তন প্রো-ভিসি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অরুণাভ মজুমদার (প্রাক্তন প্রধান, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ) সহ অন্যান্যদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে। এই কমিটি ১৮মে যে রিপোর্ট দেয় তাতে বলা হয়

* সাউথ সিটির সমস্ত নির্মাণ কার্য এখনই বন্ধ করতে হবে। নতুন করে এর পরিবেশ মূল্যায়ন করতে হবে।
* সাউথ সিটি অবৈধভাবে বিক্রমগড় ঝিল বুজিয়েছে, সে জায়গা ফেরৎ দিতে হবে।
* সাউথ সিটির ৩ ও ৪ নং টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলতে হবে।
* এই অবৈধ কাজে সহায়তার জন্য আইএএস আমলা অসীম বর্মণ ও শ্যামল সরকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দুজন চিফ ইন্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
* কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলাও চলছে (রিট নং ২০৮৭ / ২০০৫)। সেই মামলাতেও উপরোক্ত রিপোর্টটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পেশ করেছে।

সরকার প্রোমোটারগোষ্ঠীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট

শহর জুড়ে এখন আবাসন নির্মাণের উৎসব চলছে। অথচ এই অত্যাধুনিক উন্নয়নের মোচ্ছবে শ্রমিকের নিরাপত্তার ন্যুনতম ব্যবস্থা নেই। উপরোক্ত প্রতিবেদনে এটা পরিষ্কার যে তিনটি সরকারি সংস্থা, যাদের হাতে জলাশয় রক্ষার ভার, তারা লিখিত বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে সাউথ সিটি বিক্রমগড় ঝিলের অনেকাংশ বেআইনীভাবে বুজিয়ে ফেলেছে। সরকারি কমিটি বলছে সমস্ত নির্মাণ কার্য এখনই বন্ধ করতে হবে। এসবের উত্তরে সরকার শুধু চিফ সেক্রেটারিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে চুপ করে বসে আছে। অর্থাৎ এই বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকস্বার্থ ও পরিবেশের বিপদকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র প্রোমোটারগোষ্ঠীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট। দিল্লীতে যখন বিশাল বেআইনী বাড়িঘর ভাঙ্গা যায়, সহজে গুড়িয়ে দেওয়া যায় টালিগঞ্জের রেলবস্তি, খালপাড়ের বাড়িঘর, তখন সরকারি রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও কেন সাউথ সিটিতে হাত দিতে ভীত বামফ্রন্ট সরকার? কেন শহর জুড়ে কর্মরত নির্মাণকর্মীদের নেই কোন নিরাপত্তা? জলাভূমি নিয়ে এত বড়বড় কথা সত্বেও বিক্রমগড় ঝিল কি করে সহজেই বোজায় প্রোমোটারগোষ্ঠী? এর উত্তর আজ জনসাধারণকে দিতেই হবে।

সাউথ সিটির অবৈধ কর্মকান্ডের বিরূদ্ধে

জনসভা

২৯ জুলাই ২০০৬, শনিবার, বিকেল ৪-৩০

লেক গার্ডেনস মোড়

আহ্বায়কঃ কলকাতা নাগরিক সমন্বয়, বসুন্ধরা, নাগরিক মঞ্চ, উচ্ছেদ বিরোধী যুক্তমঞ্চ, দিশা, পরিবেশ সমীক্ষণ, এআইসিসিটিইউ, কলকাতা ৩৬

উপরোক্ত সংগঠনগুলির পক্ষে মোহিত রায় ১০ সেকেন্ড রোড ইস্টার্ন পার্ক কল-৭৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।